অগ্রযাত্রার দশ বছর

(২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮)

অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অগ্রযাত্রার দশ বছর
(২০০৯-২০১৮)

অক্টোবর, ২০১৮

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দারিদ্র্যমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে এবং 'রূপকল্প ২০২১'-কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের অভিযাত্রা শুরু হয়। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা-তাড়িত সরকারের এ অভিযাত্রার অন্যতম অংশীদার ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়। রূপকল্পের আলোকে দেশের মানুষের জীবনমানে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সরকারের দুই মেয়াদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিভাগ নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করেছে।

সরকার পরিকল্পিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০০৭ থেকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দীর্ঘায়িত প্রভাব ও সময়ে সময়ে উদ্ভূত দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছে। দেশে ধারাবাহিকভাবে ও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় তিন ধাপ অগ্রসর হয়েছে। ১৮৯টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান বর্তমানে ১৩৬। ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে কম মাথাপিছু আয় নিয়েও বাংলাদেশ সামাজিক সূচকসমূহ, বিশেষ করে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, স্বাক্ষরতার হার, শিশুমৃত্যু হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। রাজস্ব ও মুদ্রানীতির যথাযথ সমন্বয়, অর্থনীতির সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা (Aggregate Fiscal Discipline) ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এ অগ্রযাত্রায় অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেটের আকার ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ গুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করলেও কার্যত তা অমূলক প্রমানিত হয়েছে। বরং বর্ধিত সরকারি ব্যয় ও তার বন্টনে দক্ষতা ও উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্যের অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে গড়ে ৬.৪ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে, বিগত তিন অর্থবছরে একাদিক্রমে সাত শতাংশের অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। ইতোমধ্যে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে যথাক্রমে ২১.৮ ও ১১.৩ শতাংশে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই মেয়াদে দশ বছরের ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলেই এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে সরকারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয় যে কৌশল ও সুচিন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সামষ্টিক অর্থনীতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার নীতির যথাযথ সমন্বয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ ও সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি, আর্থিক খাতের সুচারু ব্যবস্থাপনা

ইত্যাদি। সুবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবানুগ নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এ গুরুদায়িত্বটি অর্থ মন্ত্রণালয় দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে। পাশাপাশি, রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি-কৌশলসমূহের আলোকে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা হয়েছে।

বাজেটে অর্থায়ন এবং তার বাস্তবায়ন কাজটিকে যৌক্তিক ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে সকল মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে খাতভিত্তিক নীতি ও কৌশলের সাথে সকল কাজের সামঞ্জস্য এবং যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক, বিধি ও কাঠামোগত ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। ফলে, কর রাজস্ব আহরণ জোরদার হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রক ও সহায়ক তিনটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী করে আর্থিক খাতকে একটি স্থিতিশীল ও উন্নত অবস্থানে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১০,১১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বিস্তৃত হয়েছে।

দেশের জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতার বোধ থেকেই এ প্রকাশনায় বিগত দশ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিভাগভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিগত এক দশকের কর্মকান্ডের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব না হলেও কর্মযজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগসমূহ স্ব স্ব তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তথ্য সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার শ্রমসাধ্য কাজটি নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করায় অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস, প্রকাশনাটি সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে এবং সরকারের কাজের যথাযথ মুল্যায়ন করতে সহায়ক হবে।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ৩৯
৩.০ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ৪১
ব্যাংক খাত সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪২
মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ৪২
আর্থিক খাত সংস্কার ৪৪
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট ৪৪
রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৪৫
পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর অগ্রগতি ৪৬
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ৪৭
মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার ৪৮
মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ৪৮
রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের মানোন্নয়ন ৪৯
উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ ও উদ্যোক্তা গঠন ৫০
পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ৫১
ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ তথ্য ৫২
ব্যাংক খাতের ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন ৫৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা এবং বিশেষ কার্যক্রম ৫৩
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৫৪
বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫৪
পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫৬
আইনী সংস্কার ৫৬
নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ৫৭
প্রশাসনিক সংস্কার ৫৮
বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬২
পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগে অর্থায়ন ৬৩
ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৪
নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৭
বিশেষায়িত ব্যাংক/কর্পোরেশনের কার্যক্রম ৬৭
আর্থিক প্রণোদনা ৬৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্ভাবণী কার্যক্রম ৬৮
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ৬৯
৪.০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ৭১
বৈদেশিক সহায়তা ৭১
বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ ৭১
বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ ৭৩
প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার ৭৫

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের জন্য আর্থিক মধ্যস্থতা জরুরি। আর্থিক মধ্যস্থ্যতার অন্যতম অনুঘটক হল ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবাজার ও অন্যান্য আর্থিক খাত। সার্বিকভাবে আর্থিক খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নিবিড় করার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি ২০১০ এ অর্থ বিভাগের ব্যাংকিং অনুবিভাগকে বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামের মধ্যে এ বিভাগের কার্যক্রমের পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলন না থাকায় ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে বিভাগটির নাম পরিবর্তন করে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিভাগের মূল কাজের মধ্যে আছে- ব্যাংক, বীমা, আর্থিক ও নন-আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, এতদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান, আর্থিক খাতের সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, লিয়াজো রক্ষা ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে মুদ্রা ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩.১ আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মূলত নিম্নবর্ণিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের (সারণি- ৩.১) কার্যাবলী সমন্বয় করে থাকে:

১. বাংলাদেশ ব্যাংক
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)
৩. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীউনিক)
৪. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)

সারণি ৩.১: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
১. ৫৮টি তফসিলভুক্ত ব্যাংক (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৭ টি বাণিজ্যিক ও ০২টি বিশেষায়িত ব্যাংকসহ) ২. ৪টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ৩. ৩৪টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০২টিসহ)	১. ৩২টি লাইফ বীমা কোম্পানি (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০১টি সহ) ২. ৪৬টি নন লাইফ বীমা কোম্পানি (রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০১টি সহ)	১. মোট ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান-৮৩৩টি ২. সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান-৭০৫টি ৩. সাময়িক অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ১২৮টি

৭–

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

১. স্টক এক্সচেঞ্জ-০২টি
২. মার্চেন্ট ব্যাংক-৫৭টি
৩. স্টক-ব্রোকার/স্টক-ডিলার-৩৯৮টি (ডিএসই + সিএসই)
৪. সম্পদ ব্যবস্থাপক-২৪টি
৫. কাস্টোডিয়ান-২০টি
৬. সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লি. (সিডিবিএল)-০১টি
৭. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
৮. ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি-৮টি (১টি SME ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিসহ)
৯. ট্রাস্টি-১৫টি
১০. ফান্ড ম্যানেজার-৭টি

সূত্র: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৩.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মূল উদ্দেশ্য হল-

১. ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, শৃঙ্খলা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, এবং জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
২. পুঁজিবাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ;
৩. বীমা খাতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ;
৪. সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সহায়তা জোরদার করা।

৩.৩ বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদের শাসনামলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে তুলে ধরা হল:

(ক) ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কার্যক্রম

মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

৩.৪ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। পাশাপাশি, দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সার্বিক লেনদেন ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু পরিচালনা, নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আসছে। পাশাপাশি, পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পরিবেশ-বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকারভিত্তিক অর্থায়ন (green financing) নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতেও এর প্রতিফলন রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিপূরক হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৩.৫ মুদ্রানীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ সাবলীল রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একই সাথে, মূল্যস্ফীতি প্রশমনের জন্য মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়েছে। এ সমন্বয়ের কাজটি বিগত বছরগুলিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে, উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিপরীতে মূল্যস্ফীতি কমেছে এবং দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল থেকেছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৭.২ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ১২.৩ শতাংশ হতে সর্বশেষ আগষ্ট ২০১৮ সময়ে ৫.৪৮ শতাংশে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) নেমে এসেছে।

৩.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত মুদ্রানীতির উৎকর্ষতার আরও একটি নিদর্শন হল বিগত দশ বছরে ঋণ ও আমানতের সুদের হার পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নয়ন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আমানত ও ঋণের সুদের হার প্রান্তিকভাবে বেড়ে গেলেও সার্বিকভাবে সুদের হার পরিস্থিতি ছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের পক্ষে অনুকূল। সুদের হারের ব্যাপ্তি (Interest rate spread) ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৮ শেষে ৪.৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হারের চিত্র (ভারিত গড় (%))

তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদের হার চিত্র (ভারিত গড় %)			
অর্থবছর	আমানতের সুদের হার	ঋণের সুদের হার	সুদের হারের ব্যাপ্তি
২০০৫-০৬	৬.৬৮	১২.০৬	৫.৩৮
২০০৬-০৭	৬.৮৫	১২.৭৮	৫.৯৩
২০০৭-০৮	৬.৯৫	১২.২৯	৫.৩৪
২০০৮-০৯	৭.০১	১১.৮৭	৪.৮৬
২০০৯-১০	৬.০১	১১.৩১	৫.৩০
২০১০-১১	৭.২৭	১২.৪২	৫.১৫
২০১১-১২	৮.১৫	১৩.৭৫	৫.৬০
২০১২-১৩	৮.৫৪	১৩.৬৭	৫.১৩
২০১৩-১৪	৭.৭৯	১৩.১০	৫.৩১
২০১৪-১৫	৬.৮০	১১.৬৭	৪.৮৭
২০১৫-১৬	৫.৫৪	১০.৩৯	৪.৮৫
২০১৬-১৭	৪.৮৪	৯.৫৬	৪.৭২
২০১৭-১৮	৫.৫০	৯.৯৫	৪.৪৫

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

৩.৭ বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদের শাসনামলে রপ্তানি আয় ও প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবাহের প্রভাবে ধীরে ধীরে বৈদেশিক মুদ্রার সন্তোষজনক রিজার্ভ গড়ে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৯.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ৩২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি ও

প্রবাস আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে খানিকটা স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার হারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ করেছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে এবং রপ্তানি ও প্রবাস আয় প্রবাহ নির্বিঘ্ন থাকছে। একই সাথে, বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের কারণে কোনরূপ বিরূপ প্রভাব কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

আর্থিক খাত সংস্কার

৩.৮ ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্ন কার্যক্রমের মধ্যে আরও আছে:

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে Core Banking Solution প্রচলন করা;
- ফিন্যান্স কোম্পানি আইন, পুঁজিবাজার এবং ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন

৩.৯ আর্থিক খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বাড়ানো এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্টসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিল্প কারখানায় প্রয়োজনীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। একই সাথে এসকল প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগত সংস্কারের উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা সহজ হচ্ছে। উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে-

আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১. পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ;

২. ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন;

৩. বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্লাটফর্ম নিশ্চিতকরণ;

৫. আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান, তথ্য-প্রযুক্তি, মানব-সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি সক্ষমতা কর্মসূচি গ্রহণ।

প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা

১. প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং ব্যাসেল-৩ তে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ;

২. ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত ও নীতিমালা প্রণয়ন;

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে একটি বিশদ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ

১. উৎপাদনশীল খাতে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে;

২. উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা দেয়া হবে। ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে এ লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২৩০.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আইনগত সংস্কার

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায় সম্পর্কিত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ সর্বশেষ ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়;

২. উক্ত আইনের ৫ম পরিচ্ছেদ অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১; ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এবং ব্যাসেল কমিটির মূল নীতি ২৭ এর আলোকে একটি খসড়া গাইডলাইন (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৩.১০ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী অভিবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংশ্লিষ্টতায় যেসকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা উপস্থাপন করা হল:

১. বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করার লক্ষ্যে Electronic Fund Transfer (EFT) পদ্ধতিতে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি/ ক্যাশ ডিপোজিট ২৫,০০০ এর স্থলে ১০,০০০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিষ্ঠানের এনআরটি হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি ০.৫ মিলিয়ন টাকার স্থলে ০.২ মিলিয়ন টাকায় পুনঃনির্ধারণ;

২. প্রবাসীদের প্রেরিত আয় বিনিয়োগ করার বিষয় উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের বন্ডের বিপরীতে প্রবাসীদের ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান;

৩. ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন কমানোর লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বহুজাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানির সাথে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে Pay Cash Exclusivity Clause বা অনুরূপ শর্ত, যা বাজারে Monopoly সৃষ্টি করতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৪. বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব মালিকানায় বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান;

   - এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের ৩৪টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

৫. বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস কর্তৃক রেমিট্যান্স আহরণকে সহজ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের এজেন্ট নিয়োগকে উৎসাহিত করা;

৬. ব্যাংক শাখার পাশাপাশি ২৬টি Micro Finance Institutions (MFIs) এর শাখা অফিস ও বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিসসমূহকে রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান;

   - এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যন্ত এলাকায় রেমিট্যান্স বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি সিঙ্গার বাংলাদেশ এর বিক্রয় আউটলেটসমূহের মাধ্যমেও রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণ শুরু হয়েছে।

৭. ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত প্রবাসী রেমিট্যান্সের অর্থ বেনিফিসিয়ারি পর্যায়ে বিতরণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে কমিয়ে ৪৮ ঘন্টায় পুনঃনির্ধারণ;

৮. বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক গৃহীতব্য গৃহঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০:৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫:২৫ এ নির্ধারণ।

পেমেন্ট সিস্টেম-এর অগ্রগতি

৩.১১ পেমেন্ট সিস্টেম এর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে আছে-

- পেমেন্ট সিস্টেম এর কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ;
- ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ;

- পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইনী কাঠামো প্রণয়ন;
- ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) সিস্টেম চালুকরণ;
- রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং
- Real Time Gross Settlement বাস্তবায়ন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

৩.১২ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ গতি সঞ্চার হয়েছে। কৃষিঋণ ও স্কুল ব্যাংকিং এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর বিস্তৃতি ঘটেছে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে ছিল ৬,৪৩৫টি, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ১০,১১৪ টিতে দাঁড়িয়েছে। Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অনলাইনে কেনাকাটার মূল্য পরিশোধ সেবা প্রদান করছে। মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, এটিএম বুথ ইত্যাদির সম্প্রসারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবা অনেক বেশি সহজলভ্য করে তুলেছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বাড়ছে দ্রুত। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর আওতায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত-

- ✓ মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৮,২৯,৭৮৩ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬১.৮৬ মিলিয়ন যার মধ্যে সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা ২৭.২১ মিলিয়ন;
- ✓ জুন,২০১৮ মাসে মোট ১৯,২৫,৯৪,৫০৬টি লেনদেনের মাধ্যমে ৩৩২.১৩ বিলিয়ন টাকা এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১১.১ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়;
- ✓ ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ প্রতিদিন গড়ে ১.০ বিলিয়ন টাকার লেনদেন হয় এবং
- ✓ ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ০.০২ বিলিয়ন টাকা অভ্যন্তরীণ লেনদেন হয়।

সারণি ৩.৩: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

অর্থবছর	তফসিলি ব্যাংকের শাখার সংখ্যা	মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী এজেন্টের সংখ্যা	মোবাইল ব্যাংক এর গ্রাহক সংখ্যা	এজেন্ট ব্যাংকিং এর এজেন্ট সংখ্যা	এজেন্ট ব্যাংকিং এর গ্রাহক সংখ্যা	এটিএম বুথের সংখ্যা
২০১৩-১৪	৮৭৯৪	৩৪৬১৭৯	১৬৪৬২৬১০	১৮	৩১১৭	৫৭৭৮
২০১৪-১৫	৯১৩১	৫৪৭৪০৭	২৮৬২৫১৩১	১০০	৩৭০৫২	৬৪৮০
২০১৫-১৬	৯৪৫৩	৬১৭৪১৮	৩৬৩৩৩৯৩৩	৬১০	২৬১৬৯৩	৮৫১৭
২০১৬-১৭	৯৭২০	৭৫৮৫৭০	৫৩৭০২৬৯০	২৮৯১	৮৪৫৬৯৯	৯২৪৬
২০১৭-১৮	১০১১৪	৮২৯৭৮৩	৬১৮৬২৯৮২	৩৫৯৮	১৭৮৩১৫৬	৯৭৪৭

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

৩.১৩ দেশের ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- ✓ ব্যাংকগুলোর সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করা এবং ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটর করার জন্য মার্চ ২০১৬ তে জারিকৃত Asset-Liability Management Guidelines এর আলোকে দুটি বিবরণী যথা (ক) Wholesale Borrowing এবং (খ) Commitment Limit প্রস্তুতের প্রচলন;
- ✓ লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের Exposure (ঋণ, আমানত বা অন্য যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) সম্পর্কিত পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতঃ তদারকি জোরদার করা;
- ✓ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে LCR ও NSFR এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসব আর্থিক সূচকে ব্যাংকগুলোর অবস্থান অধিকতর সুসংহত করা এবং আমানতের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রিম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রিম-আমানত হার (ADR)/ বিনিয়োগ-আমানত হার (IDR) পুনঃনির্ধারণ;
- ✓ ব্যাংকগুলোর কমার্শিয়াল পেপার প্রস্তুত সংক্রান্ত গাইডলাইন জারির প্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত বিনিয়োগ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত মনিটরিং।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ

৩.১৪ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হল-

আইনী কাঠামো সুদৃঢ়করণ ও নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম:

- ✓ ২০০৯ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন জারি করা হয়, যা ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয় এবং ২০১২ ও ২০১৩ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইনেরও সংশোধন করা হয় এবং ২০১৩ সালে উক্ত আইন দু'টির আওতায় বিধিমালা জারি;
- ✓ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় সমন্বয় কমিটি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব এর নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন;
- ✓ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রতি তিন বছর অন্তর জাতীয় কৌশলপত্রসমূহ প্রণয়ন।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৩.১৫ ২০০৮ সালের মিউচ্যুয়াল ইভালুয়েশন রিপোর্টের রেটিং এর উপর ভিত্তি করে ২০১০ সালে যখন এফএটিএফ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন বাংলাদেশের পাশাপাশি এ তালিকায় পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মিয়ানমার,

থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া পরবর্তীতে কালো তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ কালো তালিকাভুক্তির ঝুঁকিতে থাকলেও বর্তমান সরকারের সময়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তা হতে রক্ষা পায়। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বের হয়ে আসে। এর ফলে, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়েছে।

কমপ্ল্যায়েন্ট দেশের মর্যাদা অর্জন:

৩.১৬ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) কর্তৃক প্রণীত মিউচ্যুয়াল ইভালুয়েশন প্রতিবেদনে এফএটিএফ এর ৪০ টি সুপারিশের বিপরীতে বাংলাদেশ ৬ টি সুপারিশে Compliant (C), ২০ টি সুপারিশে Largely Compliant (LC) এবং ১৪ টি সুপারিশে Partially Compliant (PC) রেটিং অর্জন করে এবং বাংলাদেশের কোন বিষয়েই Non Compliant (NC) রেটিং নেই। অথচ, ২০০৮ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশ এফএটিএফ এর তখনকার ৪৯টি সুপারিশের বিপরীতে ১৪ টিতে Non Compliant (NC) রেটিং, ২৯ টিতে PC, ৫ টিতে LC এবং মাত্র ১টিতে Compliant রেটিং ছিল। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রেটিং নরওয়ে, শ্রীলংকা, ভুটান, মিয়ানমার, ফিজি হতে ভালো হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক উন্নত দেশ হতেও ভালো হয়েছে, যা সন্ত্রাস, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, জঙ্গিবাদ, মানিলন্ডারিংসহ অন্যান্য অপরাধ নির্মূল করার বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

সারণি ৩.৪: মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের অবস্থান

দেশের নাম	Compliant (C)	Largely Compliant (LC)	Partially Compliant (PC)	Non Compliant (NC)
বাংলাদেশ	৬	২০	১৪	০
শ্রীলংকা	৫	৭	১৬	১২
ভুটান	৭	৭	১৬	১০
ফিজি	৬	১০	১৮	৬
মিয়ানমার	৭	১০	১৭	৬
কানাডা	১১	১৮	৬	৫
নরওয়ে	৫	১৭	১৮	০
অস্ট্রেলিয়া	১২	১১	১৭	০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মানোন্নয়ন

৩.১৭ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মধ্যস্থতায় বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য Key Performance Indicator নির্ধারণ;
- মানব সম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন;

- অটোমেশন ও কোর ব্যাংকিং সলুশন বাস্তবায়ন;
- জনবল সংকট নিরসন;
- উর্ধ্বতন পর্যায়ে নতুন পদ সৃজন, পরিচালনা পর্ষদে অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ প্রদান।

উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ ও উদ্যোক্তা গঠন

ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারসিপ ফান্ড (ইইএফ)

৩.১৮ সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ০১ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারসিপ ফান্ড গঠন করা হয়, যা ২০০৯ সনে আইসিবি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর নীতিনির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্স মনিটরিং এর কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ইইএফ এর অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ২২.২৫ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ১,৯২৩ টি কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে এবং ১৪০টি আইসিটি প্রকল্পে সর্বমোট ৭৮.৫ বিলিয়ন টাকা সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তন্মেধ্যে ইইএফ সহায়তা ৩৬.৭৬ বিলিয়ন টাকা। ইইএফ সহায়তার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও আইসিটি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে এযাবত প্রায় ৫৫ হাজার লোকের স্থায়ী ও মৌসুমী কর্মসংস্থান হয়েছে। আইসিটি প্রকল্পগুলোর উৎপাদিত বিশ্বমানের সফট্ওয়্যার দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রজেক্ট

৩.১৯ পিপিপি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বিভাগের পক্ষে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৪.৪১ বিলিয়ন টাকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে-

- ✓ মোট ৫৮৯ মেগা ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১২ টি বিদ্যুৎ প্রকল্প;
- ✓ ৩টি পানি শোধন প্রকল্প, একটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো প্রকল্প;
- ✓ একটি জেটি প্রকল্প, একটি ড্রাইডক প্রকল্প;
- ✓ দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন সংক্রান্ত ২ টি আইটি প্রকল্প; এবং
- ✓ একটি হাসপাতাল প্রকল্প।

৩.২০ এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি আইপিএফএফ-২ শীর্ষক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নযোগ্য অবকাঠামো খাতগুলো হলো: বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ; বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়ন; শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ; পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন; স্বাস্থ্য ও শিক্ষা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভৃতি। প্রকল্পে চলতি সুদ হারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদে ৮-২০ বছর মেয়াদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও,

বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের পাশাপাশি উদ্ভাবনী অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা আরও ব্যাপক পরিসরে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৩.২১ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ৫টি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৫৮,২২৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭৫.৯৫ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের তালিকা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হল-

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	উদ্দেশ্য	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মফস্বলভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করা	২,৮৩৭টি কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ১৫.১৯ বিলিয়ন টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য	৩৩,৪৭৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাসের জন্য ৩৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ১৯,০০৪ টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০.৪৩ বিলিয়ন টাকা
এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম তহবিল	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য	৩,১৬০ জন উদ্যোক্তার জন্য ৩.১৩ বিলিয়ন টাকা
এডিবি-১ তহবিল	এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য	সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সমাপ্ত করা হয়; মোট ৩,২৬৪ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩.৩৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়
এডিবি-২ তহবিল	এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সুবিধা সম্প্রসারণ	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ১৩,৬৪৫ জন উদ্যোক্তাকে ৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে
জাইকা তহবিল	ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ	৮৮০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬.৮৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন
কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন	নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করা	মোট ৩৬৬ টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ০.২০ বিলিয়ন টাকা
ইসলামী শরিয়াভিত্তিক পুনঃ-অর্থায়ন তহবিল তহবিল	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণের অর্থায়নে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	মোট ৬৩৭টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান ও তথ্য

সারণি ৩.৬: ব্যাংক খাত সম্পর্কিত কতিপয় নির্দেশকের হালনাগাদ তথ্য

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	মন্তব্য
ব্যাংকের সংখ্যা	৫৭	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিলো ৪৭টি। গত দশ বছরে ১০টি নতুন ব্যাংককে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭টিতে।
শাখার সংখ্যা	১০,১১৪	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে দেশে কার্যকর ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ছিল মোট ৬,৮৮৬টি। গত দশ বছরে ৩,২২৮ টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের শাখা শহরে ৫,২২৪টি এবং গ্রামে ৪,৮৯০টি।
ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা	৯.৯ কোটি	– আমানতকারীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ দাঁড়িয়েছে – ৯৩ লক্ষ ১৭ হাজার কৃষকের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে – সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী আওতায় ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে- ○ ভাতাভোগীদের জন্য ৪৭ লক্ষ ○ অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২ লক্ষ ১ হাজার ○ হিন্দু ধর্মীয় দুঃস্থ ব্যক্তি, কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অতি দরিদ্র, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী ও সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন শ্রমিকদের জন্য ২৪ লক্ষ ৯৪ হাজার। – বিনা চার্জে দশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশ টাকার বিনিময়ে ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।
ব্যাংকের সঞ্চয় কার্যক্রম	১০৩৮৬৯৪.৪ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ব্যাংকগুলোতে মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৫২,৭৫৬ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট সঞ্চয়/আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৩৮,৬৯৪.৪ কোটি টাকা।
মোট ঋণ ও আগাম	৮৪৭০১২.২ কোটি টাকা	ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ ছিল ২,১১,০৬৫ কোটি টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ঋণ ও আগামের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮,৪৭,০১২.২ কোটি টাকায়।
সরকারি খাতে ঋণ	১২৮৫১.৭ কোটি টাকা	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
বেসরকারি খাতে ঋণ	৮৩৪১৬০.৫	জুন ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতি।
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২.৯ বিলিয়ন ডলার	৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে রিজার্ভ ছিলো ৫.৮ বিলিয়ন ডলার। গত দশ বছরে রিজার্ভ প্রায় ৬ গুণ বেড়ে ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে দাঁড়িয়েছে ৩২.৯২ বিলিয়ন ডলারে। বর্তমান রিজার্ভ দেশের ৬.৫ মাসের আমদানি পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।
মুদ্রামান (গড় ভারিত ডলার-টাকা রেট)	৮২.১ (জুন, ২০১৮)	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে টাকার মূল্যমান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং বাজারভিত্তিক তদারকির কারণে বর্তমানে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

ব্যাংক খাত ঋণের মোট আগাম ও সেক্টরভিত্তিক বিভাজন

৩.২২ গত দশ বছরে বিভিন্ন খাতে ঋণের পরিমাণ বেড়েছে, এছাড়া ঋণের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ✓ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০,৪০০.০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয় ২১,৩৯৩.৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৪.৯ শতাংশ;

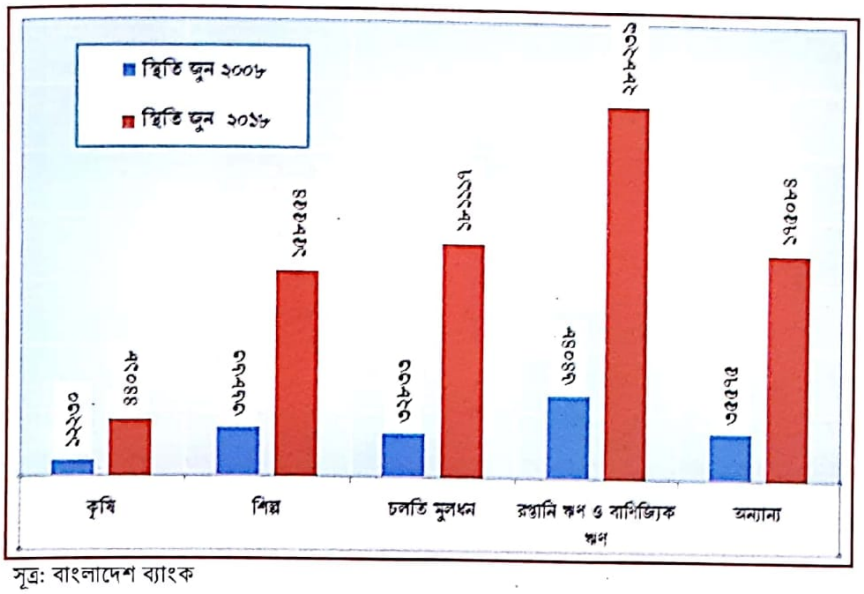

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

- ✓ ২০১৮ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১,৬১,০৩১.৯ কোটি টাকা। সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৭৭,৫১৫.৩ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৪৮ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা ও বিশেষ কার্যক্রম

৩.২৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪টি, যার মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকানাধীন, ১২টি Joint Venture (দেশি-বিদেশি মালিকানাধীন) এবং ১৯টি দেশীয় মালিকানাধীন। সারাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যরত মোট শাখার সংখ্যা ২৬২টি। এসব প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ন, পরিবহন, এসএমই, কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত অবস্থান নিম্নরূপ:

সারণি ৩.৭: আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পদ, দায়, আমানত, ঋণ ও ঋণ শ্রেণিকরণ

	জুন, ২০১৮ভিত্তিক
ইকুইটি	১০৮২৫.৪৪
পরিশোধিত মূলধন	৭৯৭৩.৩৬
মোট সম্পদ	৮৭০২৯.৭৩
আমানত	৪৮০১০.৫২
পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ	১৮৫৫.৫৪
ঋণ ও লীজ	৬৪০৮০.৩৬
শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজ (মার্চ, ২০১৮)	৫৫৫৮.৭৬
বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ ও লীজের হার (NPL) (মার্চ,২০১৮ ভিত্তিক)	৮.৮২%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩.২৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধনের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং তাদের ঋণ ঝুঁকি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ঋণ, সম্পদ-দায়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসমুলক কার্যকলাপে অর্থায়ন প্রতিরোধসহ আর্থিক খাতের সার্বিক ঝুঁকি প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- ✓ ৫টি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন জারি;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে Guidelines on Products and Services, Stress Testing Guidelines, Guidelines on Base Rate System জারি;
- ✓ দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করা ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions প্রণয়ন;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা;
- ✓ কমার্সিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, Guarantor এবং Issuing and Paying Agent হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions জারি;
- ✓ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি Code of Conduct for Non-Bank Financial Institutions প্রণয়ন।

(খ) বীমা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.২৫ বর্তমান সরকারের আমলে অন্যান্য আর্থিক খাতের পাশাপাশি দেশের বীমা খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। লাইফ-ননলাইফ মিলে ৭৮টি বীমা কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত দেশের বীমা খাতের গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৩৮ সালের বীমা আইন রহিত করে

নতুন করে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ জারি করা হয়েছে। আইন দুটি জারির পর ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ গঠনের পর থেকেই বীমা খাত ধীরে ধীরে গতিশীল হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ খাতের উন্নয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং অর্জিত সাফল্য নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

- ✓ ১৯৭৩ সালের বীমা কর্পোরেশন আইনকে সময়োপযোগী করে নতুন 'বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৮' প্রণয়ন;
- ✓ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ✓ অভিবাসী বাংলাদেশীদের শতভাগ বীমার আওতায় আনার জন্য প্রবাসী বীমা প্রকল্প চূড়ান্তকরণ;
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে স্কুল বীমা প্রকল্প চূড়ান্তকরণ;
- ✓ বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বীমা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা।
    - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ইতোমধ্যে পৃথক বীমা বিভাগ চালু করা হয়েছে;
- ✓ বীমা খাত সম্পর্কে সর্বসাধারণের ধারণা ইতিবাচক করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা;
- ✓ গতানুগতিক বীমা পলিসির বাইরে উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্ভাবনী পলিসি চালু করার জন্য কোম্পানিসমূহকে উৎসাহিত করা;
- ✓ বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক বীমা দাবির চেক আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ শুনানীর মাধ্যমে অপরিশোধিত বীমা দাবি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ বিভিন্ন বীমা কোম্পানির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানিসমূহের পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রম মনিটরিং এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- ✓ কোম্পানির সম্পদের সঠিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক সম্পদ বিবরণী দাখিল, বছর শেষে ব্যবসার হিসাব প্রতিবেদন দাখিল এবং জীবন বীমা কোম্পানিসমূহে একচ্যুয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে একচ্যুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা প্রদান;
- ✓ এছাড়া স্বাস্থ্য বীমা চালুকরা, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করা এবং কৃষি পণ্যের জন্য 'Weather Index Based Crop Insurance' প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

৩.২৬ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বীমা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

- ✓ বাংলাদেশের বীমা শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রতি বছর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বীমা শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৭,৩৩৪ কোটি টাকা, যা ১৭৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৪৭,৩২২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে;
- ✓ বীমা খাতের মোট বিনিয়োগের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বিনিয়োগ ছিল ১১২৮৪ কোটি টাকা, যা ১৯৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৩৩,৬১৪ কোটি টাকা হয়েছে;

- ✓ ২০০৯ সালে বীমা শিল্পের দাবি পরিশোধের পরিমাণ ১,০৯৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৫,৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে;
- ✓ বীমা শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালে বীমা খাতে কর্মরত জনবল ছিল ১৬,৪৬২ জন, যা ১৬৭.৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালের ৪৪,০০০ জনে দাঁড়িয়েছে।

(গ) পুঁজিবাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.২৭ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশের অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা;
- পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি-কে শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও অন্যান্য সরঞ্জাম বৃদ্ধি;
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

আইনী সংস্কার (২০০৯-২০১৮)

- স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথক করার লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ প্রণয়ন;
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ প্রণয়ন;
- Securities and Exchange Ordinance, 1969 সংশোধন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধন।

প্রণীত বিধি-প্রবিধানসমূহ

- Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2016;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭;

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৮;
- Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015;
- Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015।

বিধি-প্রবিধান সংশোধন

- Securities and Exchange Rules, 1987;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫;
- Credit Rating Companies Rules, 1996;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;
- সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১;
- Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001;
- Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001;
- Securities and Exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১৪;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015;
- ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩।

নতুন নীতিমালা প্রণয়ন

- সরকারি কোম্পানিসমূহের সম্পদ এবং দায় পুনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত;
- কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে ধারাবাহিকভাবে ৩(তিন) বছরের বেশি অডিটর হিসাবে নিয়োগ না করা বিষয়ক নীতিমালা;
- পাবলিক অফারের পূর্বে শেয়ারের প্রাইভেট প্লেসমেন্টের শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পরিপালন সংক্রান্ত নীতিমালা;
- আইপিও এর জন্য আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়ন বিষয়ক নীতিমালা;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট গবেষণা এনডাউমেন্ট তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৭।

নতুন গাইডলাইন প্রণয়ন

- তালিকাভুক্ত কোম্পানির অডিটরদের প্যানেল তৈরির লক্ষ্যে গাইডলাইন;
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের গাইডলাইন;
- ফাইন্যান্সিয়াল ডেরিভেটিভস্ ইস্যু সম্পর্কিত গাইডলাইনস;
- Eligible Investor দের জন্য গাইডলাইন;

- কর্পোরেট গভর্ন্যান্স গাইডলাইন যুগোপযোগী করার জন্য সংশোধন করে নতুন কর্পোরেট গর্ভন্যান্স কোড প্রণয়ন।

প্রশাসনিক সংস্কার

- ইস্যুয়ার কোম্পানি যে পরিচালনা পর্ষদের সভায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী গ্রহণ (adopt) করবে, ঐ সভাতেই কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য, শেয়ার প্রতি আয়, শেয়ার প্রতি নিট পরিচালন আয় ঘোষণার বিধান প্রচলন;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলককরণ;
- মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সর্বমোট মেয়াদ ১০ (দশ) বছর বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির গভর্ন্যান্স তদারকির উদ্দেশ্যে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ কর্তৃক Corporate Finance বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
- কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ সম্মিলিতভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ৩০% এবং প্রত্যেক পরিচালক কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ২% শেয়ার নির্ধারণ;
- মার্চেন্ট ব্যাংকারসহ পুঁজিবাজারে নিয়োজিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারীসমূহের মূলধনের সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহের বিধান প্রচলন;
- বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gains ট্যাক্স প্রত্যাহার;
- শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অনুকূলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের 'exposure to capital market' হিসেবে গণ্য না করা;
- পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগ উদ্ভুত কোন ক্ষতির জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণের বিধান প্রচলন। উল্লেখ্য, পূর্বে শুধু net loss কে বিবেচনায় নেয়া হতো;
- শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এর ব্রোকারেজ কমিশন হিসেবে লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.১০% থেকে হ্রাস করে ০.০৫% নির্ধারণ;
- পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল গঠন। ১৯-০৯-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৩৪টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৫,৫২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৮৯১.৯৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়;

চিত্র ৩.২: পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সুবিধা প্রদান

- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তর;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে MoU স্বাক্ষর;
- পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছরের (২০১২-২০২২) Master Plan প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়্যার (Surveillance Software) স্থাপন;
- Non-Discretionary Portfolio Management-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস (omnibus) হিসাব এর প্রত্যেক গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন;
- ডিএসই-তে এবং সিএসই-তে International Standard অনুযায়ী Free Float শেয়ারের হিসাবের ভিত্তিতে নতুন Index প্রবর্তন;
- রাইটস্ ইস্যুর ক্ষেত্রে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন বাধ্যতামূলককরণ;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করত: Appendix B হতে Appendix A-তে উন্নীতকরণ;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal স্থাপন;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের রেজিস্টার্ড অফিস যে শহরে বা এলাকায় অবস্থিত সে স্থানে উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলককরণ;
- বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশি বিনিয়োগসহ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান;
- তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক নিরীক্ষকগণের প্যানেল প্রস্তুতকরণ;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ;

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক ইনভেষ্টরস্ এডুকেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ;
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি যুগোপযোগী বিধান প্রচলন;
- পিপিপি কোম্পানিকে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও তালিকাভুক্ত কোম্পানি হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান;
- কোম্পানিসমূহের ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কার্যক্রমকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন তথা পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে 'ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা;
- বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে কোন লেনদেন হলে বিনা ফিতে তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল ফোনে এসএমএস বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন;

চিত্র ৩.৩: BSEC এর নুতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, ২০১৩

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা;
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে বিএসইসিতে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং ১০% (পূর্বে যাহা ৫% ছিল) বা এর বেশি শেয়ার ধারকদের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা ৩ (তিন) বছর এবং অন্যান্য শেয়ার ধারকের ক্ষেত্রে লক-ইনের সময়সীমা হল' ১ (এক) বছর নির্ধারণ;
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদযাপন;
- আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উহা প্রকাশের শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধানের প্রচলন;

- ইইএফ হতে ৮৮৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে ১৪০০.৪০ কোটি টাকা এবং ১০১টি সফট্ওয়্যার শিল্পে ১২৬.২৩ কোটি টাকা, সর্বমোট ৯৮৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫২৬.৬৩ কোটি টাকা বিতরণ;
- বিআইসিএম কর্তৃক পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ৩৬ ক্রেডিটবিশিষ্ট ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম সান্ধ্যকালীন এক বছর মেয়াদি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট চালুকরণ;
- পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিআইসিএম কর্তৃক এক থেকে ছয় সপ্তাহব্যাপী সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা;
- সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিনামূল্যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম' এর আয়োজন। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করছে।
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য ই-লার্নিং কার্যক্রম শুরু করা।

সারণি ৩.৮: পুঁজিবাজার খাতে (২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮) প্রধান প্রধান বাজার নির্দেশকসমূহের প্রবৃদ্ধি

বাজার নির্দেশক	২০০৮-০৯	২০১৭-১৮	প্রবৃদ্ধি%
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	১২৪১৩৩.৯০	৩৮৪৭৩৪.৭৮	২০৯.৯৪
বাজার লেনদেন (কোটি টাকায়)	৮৯৩৭৮.৯২	১৫৯০৮৫.১৯	৭৭.৯৯
শেয়ার মূল্য সূচক	৩০১০.২৬	৫৪০৫.৪৬ ডিএসই ব্রড ইনডেক্স	৭৯.৫৭
বৈদেশিক লেনদেন (কোটি টাকায়)	১১৮৩.৯২	১১৪১৬.২৪	৮৬৪.২৮
মূলধন সরবরাহ (কোটি টাকায়)	৪৫৭৯৪.৩৬	১২১৯৬৬.৫১	১৬৬.৩৪
বিও একাউন্টের সংখ্যা	১.৪০	২.৮০	১০০.০
বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬০২	১৩৩২	১২১.২৬
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	৪৪৩	৫৭২	২৯.১২
তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা	২৮২	৩০৫	৮.১৬
তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	১৭	৩৭	১১৭.৬৫
অ-তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা	০১	৩৯	৩৮০০
তালিকাভুক্ত ডিবেঞ্চারের সংখ্যা	৮	৮	-
তালিকাভুক্ত ট্রেজারী বন্ডের সংখ্যা	১৩৫	২২১	৬৩.৭০
তালিকাভুক্ত কর্পোরেট বন্ডের সংখ্যা	১	১	-
বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত	২০.১৯%	১৭.১%	-১৪.৮৬

সূত্র: বিএসইসি

সারণি ৩.৯: পুঁজিবাজারে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

বাজার মধ্যস্থতাকারী	সংখ্যা
স্টক ব্রোকার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৮৪
স্টক ডিলার (ডিএসই ও সিএসই)	৩৫২
ডিপজিটরী অংশগ্রহণকারী	৪৪০
সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি	৩৬
মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার	৬১
সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান	১৩
মিউচ্যুয়াল ফান্ড কাস্টডিয়ান	০৮
ট্রাস্টি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সম্পদ ভিত্তিক সিকিউরিটিজ ও অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড)	১৭
ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি	০৮
ফান্ড ম্যানেজার	১৩
মোট	১৩৩২

সূত্র: বিএসইসি

বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

সারণি ৩.১০: পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২৬	১,৪০৪
২.	প্রাত্যহিক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	২৮	১,০০৫
৩.	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	৩২৩	১২,৮২৬
৪.	বিভাগীয় কনফারেন্স	০৪	৫,২৮৬
৫.	অন্যান্য (বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ-২০১৭ সংক্রান্ত কর্মসূচি)	০৮	২,৬৭৭
	মোট	৩৮৯	২৩,১৯৮

সূত্র: বিএসইসি

চিত্র ৩.৪: BSEC কর্তৃক IOSCO এর MoU স্বাক্ষর ২০১৪

চিত্র ৩.৫: BSEC এর Financial Literacy কার্যক্রমের উদ্বোধন, ২০১৭

পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগ অর্থায়ন

সারণি ৩.১১: কোম্পানি কর্তৃক আইপিও-র মাধ্যমে পুজিবাজার হতে মূলধন উত্তোলনের প্রতিবেদন

অর্থ বছর	আইপিও-তে অংশগ্রহণকারী নতুন কোম্পানির সংখ্যা	আইপিও এর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	রাইট শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির সংখ্যা	রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে প্রিমিয়ামসহ উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট মূলধন উত্তোলনের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০০৮-২০০৯	০৭	৮২.০	০৬	২৯২.১	৩৭৪.১
২০০৯-২০১০	১১	৯৮৫.৯	০৮	১০২৪.১	২০১০.০
২০১০-২০১১	০৬	৯২০.১	২৯	২৫৫০.৭	৩৪৭০.৮
২০১১-২০১২	১১	৮২৩.৭	১৪	১৮৩৭.৭	২৬৬১.৩
২০১২-২০১৩	১৪	৯৯৯.৪	০৬	১৬৬.৭	১১৬৬.১
২০১৩-২০১৪	১৭	৯০৫.৬	০৬	৭৪৮.১	১৬৫৩.৫
২০১৪-২০১৫	১৪	৯৭৫.২	০৪	১৩৫৪.১	২৩২৯.৩
২০১৫-২০১৬	০৮	৭০৩.৬	০৩	৩৬৫.৮	১০৬৯.৪
২০১৬-২০১৭	০৬	২২৯.৩	০৩	৯৮৯.৬	১২১৮.৯
২০১৭-২০১৮	১২	৫০৬.০	০৪	৪৯১.৫	৯৯৭.৫
মোট	১০৬	৭১৩০.৬	৮৩	৯৮২০.৩	১৬৯৫০.৯

(ঘ) ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)

৩.২৮ দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)'র সনদপ্রাপ্ত ৭০০টি প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ব্যাংক, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ খাত দেশের পিছিয়ে পড়া প্রায় ৪.০০ কোটি মানুষকে আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের ঋণ স্থিতি ছিল ৮৮ হাজার ২৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৪৯ হাজার ৩ শত ১০ কোটি টাকা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ছাড়াও এ খাতে ১.৫ লক্ষাধিক লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে শুধুমাত্র ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৮ শত ৫৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আর্থিক সেবার পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ খাত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেনিটেশনসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন সেবা তাদের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

৩.২৯ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী (যাদের শতকরা ৯১.১১ ভাগ মহিলা) ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছে। ঋণ কর্মসূচির পাশাপাশি 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচিটি পিকেএসএফ ও সরকারেরর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচিটি ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগে ৬৪টি জেলায় ১৬৪টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে বিস্তৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১২.৪২ লক্ষ খানায় ৫৬.১৮ লক্ষ জনসংখ্যা উপকৃত হচ্ছেন। পিকেএসএফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ হল-

- দারিদ্র্য দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito কর্মসূচি;
- OBA Sanitation Microfinance Program নামে একটি দিশারি প্রকল্পের মাধ্যমে বালাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১,৭০,০০০ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এর উদ্যোগ গ্রহণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;

- সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ;
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি ;
- Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) কর্মসূচি;
- Skills for Employment Investment Program (SEIP)
- সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি;
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি;
- নাগরিক সেবার উদ্ভাবন।

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

৩.৩০ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অধিকতর সামাজিক ও অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি, স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচির (এসআইপিপি-২ এবং এনজেএলআইপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ হল-

- ২২টি জেলার মোট ৫,৬৪২টি গ্রামে ১০.৮২ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের মধ্যে প্রায় ১০.৭০ লক্ষ পরিবারকে সুসংগঠিত করে নতুন জীবনদলে অন্তর্ভুক্ত করা;
- আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৭.৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে মোট ১৮৭৪.৭৪ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ প্রদান (ঋণ সংখ্যা ১৩.০ লক্ষ);
- ৪৭,৫৫০টি দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারকে মোট ২৩.১৭ কোটি টাকা এককালীন অনুদান হিসেবে প্রদান, যার মধ্যে ৪৩,৬৭৩ (৯২%) পরিবার আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ শুরু করেছেন;
- মোট ৭২,১৪৩জন বেকার যুব'কে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৫,৭৯১ জনের (৯১%) কর্মসংস্থান হয়েছে;
- গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩২২৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৬,১৪৩টি কালভার্ট, ১৩,৩৯৮টি নলকুপ এবং ৩,০৪৩টি গ্রাম সমিতির অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে;
- পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র খানায় ১,৯১,৫৮০টি হাত ধোয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে ও ৪.২৩ লক্ষ খানায় পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২,৫০০ গ্রাম সংগঠনকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ):

৩.৩১ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানায় অলাভজনক কোম্পানি হিসেবে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট

১০–

খাত যথা সড়ক, ড্রেন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, অফিস ভবন, কমিউনিটি সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পাবলিক টয়লেট, কিচেন মার্কেট ও কসাইখানা নির্মাণসহ সড়কবাতি স্থাপন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন করছে। এছাড়াও বিএমডিএফ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের আয়বর্ধন, হিসাব সংরক্ষণ, বাজেট প্রস্তুতকরণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, লোকবল নিয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিএমডিএফ ৭৯টি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ৫৬১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৯ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

সারণি ৩.১২: গত ১০ বছরে বিএমডিএফ আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত পূর্ত কাজ

ক্র. নং	কাজের ধরন	বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ	মন্তব্য
আয়বর্ধক অবকাঠামো নির্মাণঃ			
০১	পৌর কাঁচাবাজার/মিউনিসিপল মার্কেট	৭২টি	৩৪ টি পৌরসভায়
০২	বাস/ ট্রাক টার্মিনাল	০৬ টি	০৬ টি পৌরসভায়
০৩	কম্যুনিটি সেন্টার	১৪টি	১২ টি পৌরসভায়
০৪	কসাইখানা	০৪টি	০৪ টি পৌরসভায়
০৫	পৌর পাবলিক টয়লেট	৫৫টি	১৯ টি পৌরসভায়
০৬	পানি সরবরাহ লাইন	১৩৪ কিঃমিঃ	১৩ টি পৌরসভায়
০৭	গভীর নলকূপ	০৮টি	০২ টি পৌরসভায়
জনস্বার্থ মূলক অবকাঠামো নির্মাণঃ			
০৮	রাস্তা/সড়ক উন্নয়ন	৩২০.৫ কি.মি.	১৫ টি পৌরসভায়
০৯.	ড্রেন	৩৯.৯ কি.মি.	০৯ টি পৌরসভায়
১০.	সড়ক বাতি	১৯৭৬টি	০৩ টি পৌরসভায়
১১.	পৌর অফিস বিল্ডিং	০১টি	০১ টি পৌরসভায়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

৩.৩২ এনজিওসমূহের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সহায়তা, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং পশ্চাদপদ বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এনজিওগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ সকল কর্মসূচির অধীনে প্রায় ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার পরিবারের ৬০,৭১,০০০ জন নারী এবং ৩৫,৭৯,০০০ জন পুরুষসহ মোট ৯৬,৫০,০০০ জন (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। এছাড়া, ৬০,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এনজিওগুলো মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ পর্যন্ত ১২২.১৯ কোটি টাকা (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩.৩৩ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ নিয়মিত যে সব নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করে আসছে তার মধ্যে আছে-

- ✓ **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি:** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, বীমা কর্পোরেশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহিঃনিরীক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;
- ✓ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের অপেক্ষায় কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর সংকলনভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনসূহে আলোচিত অডিট আপত্তির হালনাগাদ জবাব সংশ্লিষ্ট বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে তদারকি;
- ✓ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নীতি নির্ধারণীমূলক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনিস্পন্ন অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান;

(চ) বিশেষায়িত ব্যংক/কর্পোরেশন এর কার্যক্রম

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

৩.৩৪ পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণ ,ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সারাদেশে একযোগে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০টি শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ অবশিষ্ট ৩৮৫টি শাখাসহ ৪৮৫টি শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

৩.৩৫ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী বেকার যুবকদের সহায়তা প্রদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে প্রত্যাগমনের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে বাংলাদেশীদের সহায়তা করার জন্য ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সৃষ্টি লগ্নে এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল একশত কোটি টাকা যা বর্তমানে চারশত কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৩.৩৬ বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি বিশেষায়িত ব্যাংকরূপে তালিকাভুক্ত করেছে। তফসিলি ব্যাংকের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এবং দ্রুত ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় রেমিট্যান্স আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৩ টি শাখা রয়েছে। এ সকল শাখার মাধ্যমে ব্যাংকের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২৮,৮৬৭ জন বিদেশগামী ও বিদেশ ফেরত কর্মীকে ৩০০.০১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯২%।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৩.৩৭ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) আবাসন খাতে একমাত্র বিশেষায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাড়ি ও ফ্ল্যাট নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য যথাক্রমে ৯% ও ১০% এবং দেশের অন্যান্য সকল এলাকায় যথাক্রমে ৮.৫০% ও ৯% হারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য ৭টি নতুন প্রোডাক্ট যেমন: (১) প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবাস বন্ধু নামে আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (২) পল্লী জনগণের জন্য পল্লীমা আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (৩) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার নাগরিকদের জন্য নগর বন্ধু নামে আবাসন ঋণ কর্মসূচি; (৪) অসমাপ্ত বাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য আবাসন উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি; (৫) নির্মিত বাড়ি/ফ্ল্যাট উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য আবাসন মেরামত ঋণ কর্মসূচি; (৬) কৃষকদের উন্নত আবাসন ও কৃষি জমি রক্ষার জন্য কৃষক আবাসন ঋণ কর্মসূচি; এবং (৭) ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট নিবন্ধনের জন্য ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাহক সৃষ্টি ও ঋণ প্রদানে সহায়তাসহ মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ছ) আর্থিক প্রণোদনা

- ✓ বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে ৯০৫.০৮ কোটি টাকা সুদ ভর্তুকী হিসেবে প্রণোদনা প্রদান;
- ✓ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের মেয়াদোত্তীর্ণ (শ্রেণী বিন্যাসিত) অনধিক ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল কৃষি ঋণের সুদ থেকে দায়মুক্তির জন্য ১০৪.৯২ কোটি টাকার সুদ ভর্তুকী ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান;
- ✓ সমবায়ী কৃষকদের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ সুবিধার আওতায় মওকুফজনিত সুদ ভর্তুকী বাবদ ৪২৫.৫৫ কোটি টাকা ২০১১-১২ অর্থবছরে হতে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান;

(জ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্ভাবণী কার্যক্রম

৩.৩৮ নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এর লক্ষ্যকে সামনে রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থায় (মাঠ কার্যালয়সহ) প্রায় ৪০০টি ইনোভেশন টিম গঠন-পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমসমূহ আইটি ও নন আইসিটি কর্চারীগণের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভাবনী কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে অধিকতর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মধ্যে আছে-

- ✓ 'বিদেশ ভ্রমণ আদেশ জারি সহজীকরণ' ও 'ডিজিটাল কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক ২টি উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ✓ অনলাইনে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদান;
- ✓ সোনালী ব্যাংকের Direct Cash Service, জনতা ব্যাংকের Janata Bank Green Communication, রুপালী ব্যাংকের শিওর ক্যাশ সিস্টেমে উপবৃত্তি প্রদান এবং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের লোন ক্যালকুলেটর;
- ✓ জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক "Insurance Claim Payment Service System Through Cellphone" উদ্যোগ।